

টুকরো

ক্ষতিপূরণ ১১ কোটি

২০১৯ সালে দুবাইয়ে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, ৩১ জন যাত্রীর মধ্যে ১২ জন ভারতীয় সহ মোট ১৭ জনের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনাতেই আহত হয়েছিলেন ভারতীয় নাগরিক ২০ বছর বয়সি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া মহম্মদ বেগ মির্জা। চার বছর পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মুদ্রায় তিনি পেলেন ৫ মিলিয়ন দিরহাম ক্ষতিপূরণ, ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১১ কোটি টাকা।

স্পিন নয়

ফের আদালতে ধমক খেল সিবিআই। বিচারপতি ক্রিকেটীয় ভাষায় সিবিআই-র তদন্তকারী আধিকারিককে বলেন, ‘আর কত দিন স্পিন বল করবেন? এ বার জোরে বল করুন। ওয়াসিম আক্রম কিন্তু জোরে বল করতেন।’ এই মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারের নাম আবাড ওয়াসিম খান।

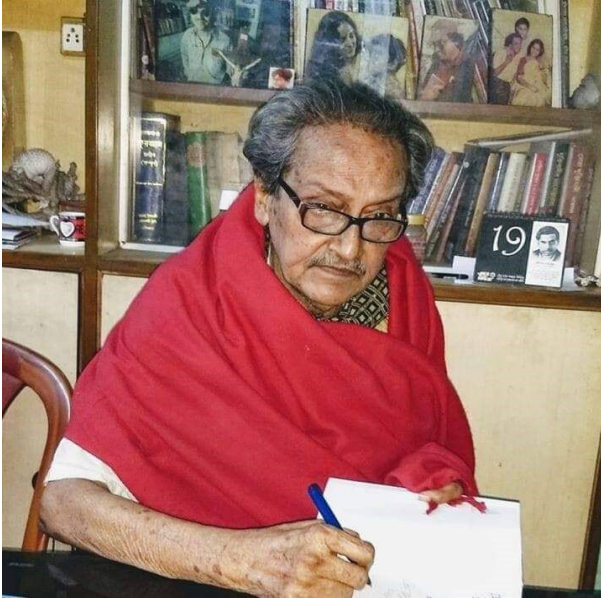
প্রভাবশালী

বাদশার মাথায় উঠল সেরার শিরোপা। টাইম পত্রিকার বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করলেন তিনি। পিছনে ফেললেন লিওনেল মেসি, ইলন মাস্ক, মার্ক জুকারবার্গদের মতো তারকা ফুটবলার, মার্কিন ধনকুবেরদের।

রামলীলা

সারাদেশে যখন রামনবমীর পূজো নিয়ে উৎসব এবং হানাহানি চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে দিল্লির রামলীলা ময়দানে সিটু এবং অল ইন্ডিয়া মজদুর-কৃষক সংঘর্ষ সংগঠনের ডাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী শ্রমিক দিল্লির রামলীলা ময়দানে জমায়েত করে। কৃষকের উৎপাদিত পণের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির দাবিতে রামলীলা ময়দানে এই জমায়েতের ডাক দিয়েছিল সংগঠনগুলি।

চলে গেলেন যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা প্রবীর ঘোষ



নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি শ্রী প্রবীর ঘোষ ৭ই এপ্রিল সকালে সাড়ে দশটায় নিজের দমদম মোতিবিলের ফ্ল্যাটে বার্ষিকাজনিত অসুস্থতার কারণে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর জন্ম

হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু হবেই। হয়েওছে। তবে জীবদ্দশায় যে চ্যালেঞ্জ তিনি করে গিয়েছেন তা অধরাই থাকল। ‘৫০ লক্ষ টাকা দেব’ যদি আমার যুক্তি ভুল হয়। এই ছিল তাঁর চ্যালেঞ্জ। বারবার

আহ্বান জানিয়েছিলেন হস্ত-রেখাবিদ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক-পীরবাবাদের।

দশকের পর দশক কেউ আসেনি চ্যালেঞ্জ নিতে। এমনকি হাল আমলে একটি গোষ্ঠি বিশেষ এক টিভি অনুষ্ঠানে দাবি করেছিল অশরীরী উপস্থিতি আছে। সেই অনুষ্ঠান এবং ওই গোষ্ঠির সাথে সরাসরি যুক্তি সংঘর্ষে নেমে-ছিলেন প্রবীর প্রবীর ঘোষ আর তাঁর ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’। চ্যালেঞ্জ অধরা থেকেছে।

জীবনভর একের পর এক বুজরুকি ও ধাঙ্গাবাজি ধরে প্রমাণ করেছিলেন প্রবীর ঘোষ। কখনও বাবা রামদেব, কখনও যে কোনও ধর্মীয় গুরুদেবের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। ভুতের ভয় দেখানো, ধর্মীয় গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে সরেজমিনে নেমেছিলেন ময়দানে। তাদের কাছে আতঙ্কের নাম প্রবীর ঘোষ। তাঁর দেখানো পথে

তাঁর সমিতির সদস্যরা বরাবর সরব হয়েছেন যুক্তিবাদ দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। বিতর্ক তাড়া করেছে বারবার। তবে অনড় ছিলেন প্রবীর ঘোষ।

একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাদী আদর্শের কখনও মৃত্যু হয়না। ‘অলৌকিক নয় লৌকিক সিরিজ’, ‘আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা’, ‘সংস্কৃতি সংঘর্ষ’ নির্মাণ সহ বহু কালজয়ী বই যুক্তিবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রতিটি মানুষ যারা যুক্তিমনস্ক হওয়ার প্রচেষ্টায় এইসব বই হাতে তুলে নেবে, নিজের চিন্তা চেতনাকে উন্নত করে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তখনই তাদের মধ্যে প্রবীর ঘোষ বেঁচে থাকবেন।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে প্রবীর ঘোষ যে কোনও ধরনের অলৌকিক শক্তির প্রমাণ

প্রদানকারীকে ৫০ লক্ষ ভারতীয় টাকা প্রদানের ঘোষণা করে-ছিলেন। কোনও বুজরুক-বাজ আসেনি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে।

দশকের পর দশক চরম আক্রমণ করে গেছেন বুজরুকদের। অলৌকিক শক্তির নামে জনসাধারণকে ঠকানোর চেষ্টাকে যুক্তিবাদ দিয়ে খণ্ডন করেছেন।

যুক্তি দিয়ে বিচার ও সেই বিচার থেকে ধাঙ্গাবাজি, অলৌকিক ধারণাকে বারবার আঘাত করে তার চরিত্র সবার সামনে আনা ব্যক্তি ছিলেন প্রবীর ঘোষ। তিনি একাধারে যে কোনও ধর্মীয় মৌলবাদের বিপক্ষে গড়ে তুলেছিলেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দর্শনে লড়াই। বিতর্কিত ব্যক্তি প্রবীর ঘোষ। এবার তাঁকে ছাড়া পরবর্তী লড়াই চলবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বোসের কড়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যপাল পদাধিকার বলে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য। তার ভিত্তিতেই বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বৃহস্পতিবার একটি কড়া নির্দেশিকা পাঠালেন। যা শুধু অভিনব নয়, নজিরবিহীনও। বলছেন শিক্ষা মহলের অনেকে।

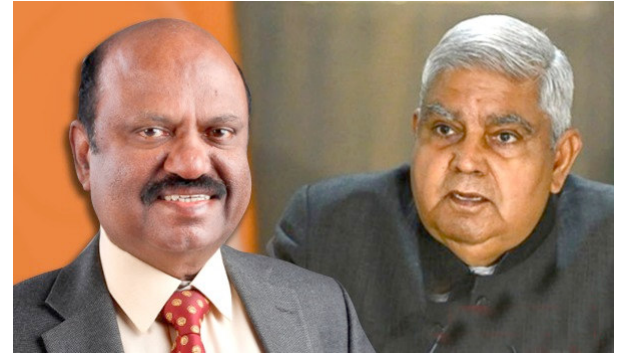
সেই নির্দেশিকায় মূলত তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোনও আর্থিক লেনদেন করে তার আগে আচার্য হিসাবে রাজ্যপালের অনুমোদন

নিতে হবে। অর্থাৎ আর্থিক লেনদেনের যে কোনও বিষয়ে রাজ্যভবনের আগাম অনুমোদন লাগবে। নইলে তা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, প্রতি সপ্তাহের শেষে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইমেল করে রাজ্যপালকে জানাতে হবে কী কাজ হল গোটা সপ্তাহে।

আরও একটি বিষয় রয়েছে নির্দেশিকায়। যা দেখে অনেকে বলছেন, জগদীপ ধনকড়কেও ছাপিয়ে গেলেন সিভি আনন্দ বোস। ধনকড় জমানায় উচ্চশিক্ষা দফতর নিয়ম করেছিল, তাদের

মাধ্যমে আচার্য-উপাচার্য যোগাযোগ করতে হবে। অর্থাৎ সরাসরি যোগাযোগের কোনও বিষয় ছিল না। এদিন রাজ্যপাল তাঁর নির্দেশিকায় বলেছেন, উপাচার্যদের ভায়া হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে না। সরাসরি তাঁরা যোগাযোগ করতে পারবেন। একইভাবে রাজ্যপালও আচার্য হিসাবে উপাচার্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন।

ধনকড় রাজ্যপাল থাকাকালীন উপাচার্যদের রাজ্যভবনে তলব করা কার্যত রুটিন করে ফেলেছিলেন। সেই সময়েই উচ্চশিক্ষা দফতর



ওই নিয়ম শুরু করেছিল। অনেকের মতে, রাজ্যপালের এদিনের নির্দেশিকায় আগের সেই নিয়মটাই তুলে দেওয়া হল। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে প্রবীর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়

বলেন, ‘রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন এটা ভাল। তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন সেটাও ভাল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাজ্যপাল

এর পর পৃঃ ২ ▶

নতুন সিলেবাস থেকে বাদ গান্ধীহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক : নতুন পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়ল হিন্দু উগ্রপন্থীদের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যার প্রচেষ্টা, গান্ধী সম্পর্কে তাদের ধারণা ও গান্ধীহত্যার ‘অভিযোগে’ আরএসএস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত তিনটি অনুচ্ছেদ। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর নতুন বছরের সিলেবাস প্রকাশ পেতেই উঠেছে এই অভিযোগ। এনসিইআরটি-এর দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই বিষয়গুলি গত ১৫ বছর ধরে পাঠ্যক্রমে ছিল। এরাবার উধাও একাধিক প্রসঙ্গ।

যেমন গান্ধীর কথাই ধরা যাক। এনসিইআরটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে গান্ধীর, বিশেষত তাঁর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার কথা। বিভাজনকারীদের প্রতি ঘৃণা এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কটর সমর্থকদের প্রতি তাঁর যে বিরোধিতা, তাও নেই বইয়ে। এছাড়াও বাদ দেওয়া হয়েছে গান্ধীহত্যার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেলের আরএসএস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বা ওই ঘটনার পরেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের দমন-পীড়নের মতো বিষয়। দ্বাদশ শ্রেণির বই থেকে মুছে ফেলা হয়েছে পুণের ব্রাহ্মণ হিসেবে নাথুরাম গডসের পরিচয় বা গান্ধীকে ‘মুসলমান তোষণকারী’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়ও।

শুধু তাই নয়, একাদশ শ্রেণির সমাজতত্ত্বের পাঠ্যক্রম থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার বিশদ বিবরণ। পুরনো পাঠ্যপুস্তকে ‘সমাজবীক্ষণ’ বা আগুুরস্টান্ডিং সোসাইটি বিষয়ক অধ্যায়ে কীভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হিংসা দমনে সরকারের ব্যর্থতা সমাজের সংখ্যালঘু মানুষকে প্রান্তবাসী করে দেয়, সে প্রসঙ্গে গুজরাত দাঙ্গা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছিল।

এছাড়াও বাদ দেওয়া হয়েছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ব্রিটেনে সপ্তদশ শতকের শিল্পবিপ্লব, নকশাল আন্দোলন ও ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জাতীয় জরুরি অবস্থা ও সে সম্পর্কিত বিতর্ক, ঠান্ডা যুদ্ধ ও বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন কর্তৃত্ব ইত্যাদি।

এনসিইআরটি কর্তৃপক্ষের যুক্তি, কোভিড-১৯ অতিমারীর পরে পড়ুয়াদের উপর থেকে বিপুল পরিমাণ বিষয়বস্তুর বোঝা কমানো এবং জাতীয় শিক্ষানীতির (২০২০) কথা মাথায় রেখেই পাঠ্যক্রমে এই বদল। পক্ষান্তরে বিরোধীদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দেশের ইতিহাস বদলের।

শীতলকুচি কাণ্ডে মেয়ের প্রেমে বাধা

সপরিবার খুন তৃণমূল নেত্রী

কোচবিহার: শীতলকুচি খুনের ঘটনায় এবার নয়া মোড় নিল। প্রেমের সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় প্রেমিকার বাবা-মা ও দিদিকে কুপিয়ে মারল প্রেমিক, এমনই অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়। শুক্রবার ভোরবেলায় আচমকাই শীতলকুচির গ্রাম পঞ্চায়েতের

এর পর পৃঃ ৩ ►

SOLUTION

Are you looking for best tutor



Do call now : 9804215769
ICSE - CBSE

প্রশ্ন ফাঁসে রাজ্য বিজেপি সভাপতিই মূল ষড়যন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি : তেলেঙ্গানায় ধুমুকার কাণ্ড চলছেই। সকাল থেকে সম্মুখ সমরে শাসক দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি ও বিজেপি। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছে রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে গ্রেফতারের ঘটনায়। বিকালে গোলমাল আরও বেড়ে যায় বিজেপি নেতাকর্কেই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে পুলিশ ওয়ারাঙ্গল আদালতে দাবি করার পর।

বুধবার ভোর রাতে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি বান্দি সঞ্জয় কুমার-কে ঘুম থেকে তুলে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশাল পুলিশ বাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেললে মুহূর্তে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা দলে দলে সভাপতির বাড়িতে জড়ো হতে থাকে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় সভাপতিকে গ্রেফতারের সময়।

এদিকে, দু’দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তেলেঙ্গানা সফরে যাওয়ার কথা। হায়দরাবাদ ছাড়াও রাজ্যের আরও এক জায়গায় তাঁর সভা করার কথা। মাস কয়েক পরই ওই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। বিজেপির রাজ্য নেতারা হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের জন্য এই সিদ্ধান্ত মোটেই সুখকর হবে না। যদিও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনও ধৃত রাজ্য সভাপতির হয়ে জোরালোভাবে মুখ খোলেননি। পুলিশ দাবি করেছে ধৃত বিজেপি নেতা দাবি করেছেন, বান্দি অপরাধ স্বীকার করেছেন।

তেলেঙ্গানায় মঙ্গলবার স্কুল কমিশনের পরীক্ষা ছিল। তাতে হিন্দি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। পুলিশ তিন ব্যক্তিকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতার করে। তাদের একজন বিজেপি রাজ্য সভাপতির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের দাবি, তারা তদন্তে জানতে পেরেছে, বিজেপি নেতাই গোটা ষড়যন্ত্র করেছেন। তাঁর ইশারাতেই একধিক শেয়ারিং অ্যাপে প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া হয়। অপরাধ আড়াল করতে বান্দি তাঁর মোবাইল ফোনটি সরিয়ে ফেলেন বলে পুলিশের দাবি। বিজেপির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সফর ভেস্তে দিতেই রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে তেলেঙ্গানার করিমনগর পুলিশ। গোলমালের আশঙ্কায় তাঁকে রাতেই ইয়াদ্রি ভঙ্গির জেলার বোম্বালা রামারাম থানায় নিয়ে তোলা হয়। দুপুরে আদালতে তোলা হয়। ধৃত সঞ্জয় লোকসভার স্পিকারকে পাঠানো ই-মেলে অভিযোগ করেছেন তাঁকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

► পৃঃ ১-এর পর

বোসের কড়া নির্দেশিকা

কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। এই রাজ্যে একটা নির্বাচিত সরকার আছে। সেই সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতর রয়েছে। সেটা যেন রাজ্যপাল ভুলে না যান।’

এটাই বাংলার আসল চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে যখন হাওড়ার শিবপুর কিংবা হুগলির রিষড়ায় অশান্তির আগুন জ্বলল, সেইসময় ঠিক তার উল্টো ছবি দেখা গেল মেদিনীপুর শহরে। মিছিল চলার মাঝেই হিন্দু ভাইদের শোভাযাত্রা থামিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানাল স্থানীয় এক মসজিদ কমিটি। ফুটে উঠল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন। বৃহস্পতিবার, হনুমান জয়ন্তীর দিন জেলায় জেলায় এই সম্প্রীতির ছবিই দেখতে চাইছে গোটা বাংলা।



ঠিক কী ঘটেছিল ?

জানা গিয়েছে, রাম নবমীর উৎসবের রেশ জিইয়ে রাখতে গত মঙ্গলবার, ৪ তারিখ মেদিনীপুর শহরের এক শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব সুবিশাল মিছিল বের করেছিল। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রতিবছরই হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। ক্লাবের প্রাঙ্গণ থেকে সেই শোভাযাত্রা বেরিয়ে সিপাহী বাজার, এলআইসি মোড়, বটতলা হয়ে শহরের রিং রোড ঘুরে পুনরায় ক্লাব প্রাঙ্গণে শেষ হয়।

এদিকে এই মিছিল যখন মাঝপথে, তখন শাহ আদিল মসজিদ কমিটির কয়েকজন এগিয়ে এসে শোভাযাত্রা থামায়। এরপর সেখানেই একে অপরকে সংবর্ধনা জানান তাঁরা। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে মিষ্টি, ফুল তুলে দেওয়া হয় ক্লাব কর্তৃপক্ষকে। তারাও মুসলিম ভাইদের রোজার ইফতারের জন্য ফল-মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানান। এরপর মিছিলে বেশ খানিকটা পথ একসঙ্গেই পা মেলায় সবাই মিলে।

আদতে এটাই বাংলার আসল চিত্র। যে কোনও উৎসবে সবাই মেতে ওঠার নিদর্শন এ রাজ্যে বেশ পুরনো। আজ, বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তীর দিন এই সম্প্রীতির ছবি যেন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, তেমনটাই চাইছেন রাজ্যের আপামর সাধারণ মানুষ।

নিয়োগ দুর্নীতিতে গুগলকে চিঠি দিল সিবিআই

বাংলার নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে এবার গুগলকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই। তদন্তে এমন পদক্ষেপ প্রথম। সিবিআই সূত্রে খবর, দু’টি ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে গুগলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গুগলের সাহায্যেই ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে চান গোয়েন্দারা। জানা গেছে, তাছাড়াও আরও ওয়েবসাইট সম্পর্কেও জানতে চেয়েছে সিবিআই।

কিন্তু কেন? সূত্রের খবর, তদন্তে পর্যদের একটি নকল ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছে সিবিআই। জানা গেছে, যাঁরা টাকা দিত চাকরির জন্য তাঁদের নাম ওই ‘ভুয়ো’ ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হত। তারপর সেটা দেখিয়েই চাকরিপ্রার্থীদের থেকে আরও টাকা নেওয়া হত বলে, তদন্তকারী অফিসাররা জানাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগেও আদালতে সিবিআই দাবি করেছিল, এই মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ পর্যদের ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরির ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। সিবিআই দাবি করেছিল, টাকা নিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার

এর পর পৃঃ ৪ ►

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। অথচ তাঁকে কিনা মারধর করলেন দলের কর্মীরা! এমন অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের বালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতের প্রধান সঙ্গীতা মাঝিকে তৃণমূলের ঠিকাদাররা মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সঙ্গীতাদেবীর অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে এসেছিলেন মকবুল সেখ সহ কয়েকজন ঠিকাদার। তাঁরা টেন্ডারের জন্য কিছু কাগজে সঙ্গীতাদেবীকে সহ করতে চাপ দিতে থাকেন। এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। সেই সময় তাঁকে মারধর করা হয়। সঙ্গীতাদেবীর স্বামী নেপাল মাঝি বাঁচাতে গেলে তাঁকেও বেধরক মারধর করা হয়। এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়।

ভয়ে আর পঞ্চায়েত অফিসে যেতে সাহস পাচ্ছেন না প্রধান সঙ্গীতা মাঝি। নওদা থানার অভিযোগ জানাতে গেলেও সেখানে অভিযোগ না নেওয়ায়, পরবর্তীতে বেলডাঙা এসডিপিও অফিসে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তিনি।

এদিকে পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের দেখা না মেলায়, হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রয়োজনে প্রধানের বাড়িতে ছুটে হচ্ছে তাঁদের। গ্রামবাসী জমিরগর্দন সেখ বলেন, ‘একটা কাগজে প্রধানের সহায়ের খুব দরকার ছিল। পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান না থাকায়, ওনার বাড়িতে এসেই সহায় নিয়ে যেতে হল।’

প্রধান সঙ্গীতা মাঝি বলেন, ‘সেদিনের ঘটনার পর থেকে আমি খুব আতঙ্কে আছি। আমাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।’ বালি ১নং অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সেখ বলেন, ‘পঞ্চায়েতে বেশ কিছু কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেলেও সেইসব নুর ইসলাম কাজ শুরু হচ্ছিল না। এই বিষয়ে প্রধানকে জানতে চাইলে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তবে মারধর করা হয়নি। প্রধানকে পুনরায় পঞ্চায়েতে আসার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি।’

এদিকে যাঁর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ সেই ঠিকাদার মকবুল সেখের দাবি, ‘পঞ্চায়েতের কিছু কাজ নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে।’

▶ পৃঃ ২-এর পর

সপরিবার খুন তৃণমূল নেত্রী

তৃণমূল সদস্য নীলিমা বর্মনের বাড়ি থেকে চিৎকার শুনতে পান স্থানীয়রা। গিয়ে দেখেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। তাদের তাড়া করে একজন আততায়ীকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন প্রতিবেশীরাই।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা যায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে নীলিমা বর্মন ও তাঁর স্বামী বিমল চন্দ্র বর্মনের নিখর দেহ। তাঁদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত। পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁদের দুই মেয়ে। দু’জনেই আহত। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অন্যজন, এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

কী কারণে খুন? জানা গেছে, নীলিমা ও বিমলের এক মেয়ে পাশের গ্রামের এক যুবক বিভূতিভূষণ রায়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়। কিন্তু সেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি তার বাবা-মা। প্রায়ই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জোর দিতেন তাঁরা। সেই নিয়ে অশান্তি হত।

অভিযোগ, তার জেরেই এদিন সদলবলে প্রেমিকার বাড়িতে চড়াও হয় বিভূতি। প্রেমিকার বাবা ও মাকে ছুরি দিয়ে একাধিকবার কোপায়। বাধা দিতে আসায় প্রেমিকা ও তার দিদির ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায়, দিদিরও মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ বিভূতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। জেরার মুখে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে বিভূতি। পুলিশ এখন দেখছে, এই ঘটনার পিছনে অন্য আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা।

কেষ্টর বীরভূমে সিপিএমে নাম লেখানোর ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম: পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূমে ফের তৃণমূল ছাড়লেন নেতা-কর্মীরা। দলের জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডল এখন তিহারে বন্দি। সেই অনুরতর জেলায় তৃণমূল বুথ সভাপতি সহ ৬০০ জন সিপিএমে যোগ দিলেন।



অনুরত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের বাঁধন কি আলগা হল? কারণ অনুরতর না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী শিবির থেকে নিজেদের দলে একের পর এক যোগদান করাচ্ছে সিপিএম। মঙ্গলবারের পর এবার বৃহস্পতিবার। এদিন সান্তর অঞ্চলের হাটপুকুরডাঙার আদিবাসী ও সংখ্যালঘু প্রায় ৬০০ জন মানুষ সিপিএমে যোগ দেন। এদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতিও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপি থেকেও সিপিএমে যোগ দিয়েছেন। ওই গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই এর ফলে সিপিএমের ছাতারতলায় চলে এসেছে বলে খবর।

সম্প্রতি বোলপুরের মহিদাপুর এলাকায় ১২ বছর পর সভা করে যোগদান করিয়েছিলেন বামফ্রন্ট নেতারা। বৃহস্পতিবার পাড়ুই থানার সান্তর গ্রামপঞ্চায়েতের হাটপুকুরডাঙায় সভা করে সিপিএম। সেখানেই ওই গ্রামের তৃণমূলের বুথ সভাপতি সেখ আব্বাস, স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবিলাল হেমব্রম, সেখ নাসির, সেখ আলম সহ প্রায় ৬০০ জন যোগদান করেন। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা বকুল ঘড়ুই ও সিপিএম এর জেলা কমিটির সদস্য মানব রায়। এদিন ওই নেতারা কী কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দেন। কেন তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছেন এই গ্রামবাসীরা? সিপিএম নেতাদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি সামনে আসতেই মানুষ প্রতিবাদ করতে তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন।



রামচন্দ্রপুর লোলার্ক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

পথশিণ্ড ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থা
অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের
বিনা পারিশ্রমিকে পড়াশোনা, আঁকা, গান, নৃত্য, নাটক,
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা শেখাতে আগ্রহী সমাজ পরিবর্তনের
শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

ফোন : 79805 21794

পিপলস রিলিফ কমিটির বৃদ্ধাবাস

মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে বসবাস, চিকিৎসা
এবং পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন

২৪২ বিধানপল্লী গড়িয়া কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

মোবাইল - ৮২৭২৯৮৪৩৬৫

পাঠকের মতামত

ইফতেহার শিষ্টাচার নিয়মানুবর্তিতা

২৬.৩.২৩-এ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসে চড়ে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম! দুপুরের ট্রেন, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই পৌঁছাল ব্যান্ডেল স্টেশনে! আমার সিট ছিল এস-১-এর সাইড আপারে, বাথরুমের পাশেই! ব্যান্ডেল স্টেশন ছাড়ার পরেই দেখলাম, বাথরুমের সামনে দুজন যুবক মাথায় রুমাল বাঁধল, হাঁটু ভাঁজ করে ট্রেনের মেঝেতে বসে পড়ে তাদের আরাধ্য শক্তির উপাসনা শুরু করল একদম নীরবে! আমি একটু অবাক হয়েই সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম! একবার মনে হল ক্যামেরা বন্দী করব ঘটনা! কিন্তু ক্যামেরায় হাত পড়তেই বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল, গলায় দলা পাকালো! দেখলাম, দু’জনের মধ্যে একজন যুবক প্যান্টের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকে বাঁধা দুটো (এতটুকু বাড়িয়ে লিখলাম না) খেজুর বের করল! একটা প্রথমে তার সঙ্গে থাকা অপর যুবকের মুখে দিল আর একটা নিজে খেল! একজন একটা পুরানো ২ লিটারের বোতলে ঠান্ডা জল (বোতলের গায়ে বাষ্প ছিল) বের করে গলায় ঢালল! জলটা গলায় ঢালার সময় ছেলেটির হাতটা কাঁপছিল! দু’জনের জল খাওয়া হয়ে যেতে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করল! তারপর মাথার রুমাল খুলে নিজেদের পকেটে রেখে মাথায় তুলে নিল নিজেদের ব্যবসার বুড়ি! কামরার একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গেল! এই আন্তিক মানুষ দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম মনে মনে! নিজের ধর্মাচরণ করতে গেলে অন্যকে বিরক্ত করার দরকার পড়ে তখনই যখন সেটা সেই ব্যক্তিকে মুনামা দেয়! বুঝেছিলাম চলন্ত গাড়িতে থাকার জন্য সেই দুই শ্রমিক সময়ের ইফতার সময়েই করলেন কোনও যাত্রীকে বিরক্ত না করে, বাথরুমের সামনেই! নিয়মানুবর্তিতা শিষ্টাচার শেখায় অসভ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়!

সুজাতা ঘোষ রায়

SEATON AQUA

ISO 9001 -2015
FSSAI Licensed
Brahmapur Balak Sangha
Kolkata -700096

Mobile : 98040 00968

মোবাইল রিপেয়ারিং



MOBILE REPAIR SFD

Pulse Oximeter

রিপেয়ারিং করা হয়

call :- 8240851802

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

PH : 9875436004

email : aajshukrabar@gmail.com

আজ শুক্রবার

সম্পাদকীয়

বাংলায় ১২ মাসে ১৩ পার্বণ। এখানে গাজন হয়, তার সাথেই মিশে যায় টুসু, ভাদুর গান। দুর্গাপূজা, কালিপুজোর সাথেই এখানে দু-দুটি ঈদ, মহরম পালিত হয়। বিজয়ার সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া, রাজপথে মিছিলে আবিরের সাথে আনোয়ারও হাঁটে। এখন সৌম্য নয়, বিকটদর্শন রাম, হনুমান, শিবের আমদানি করে বাঙালি মননে গোঁথে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আরএসএস -বিজেপি আমাদের সমাজকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। তার সাথে যোগ্য সঙ্গত করে চলেছে তৃণমূল। বিজেপি নানান ছুতোনাতায় আদালতে যাচ্ছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী রায় পেয়ে নাচতে লেগেছে। সংঘ পরিবারের আক্রমণের লক্ষ্য শুধু মুসলিমরা নয়, তারা শান্তিপ্রিয় বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে। বাংলার নিজস্বতাকে রক্ষা করতে, সক্রিয় প্রতিরোধ গড়াটাই একমাত্র রাস্তা।

রাজ্য সরকারকে ডি এ নিয়ে আলোচনার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

প্রদীপ দাশগুপ্ত : পশ্চিমবঙ্গের পাওনা অর্থ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধর্মাম্ধ থেকে মহার্ঘভাতা নিয়ে বিক্ষোভকারী রাজ্যসরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি পালন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারিরা। বাদ ছিল না আদালতও। তারই মধ্যে মহার্ঘভাতা নিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আলোচনায় বসার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। গত ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ বলেছেন, ‘সরকারকে উদ্যোগ নিয়েই ডিএ-র বিষয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে এই আলোচনার বসার দিন স্থির করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। বকেয়া ডিএ নিয়ে কর্মচারীদের আন্দোলন, অবস্থান বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের ডাকের মধ্যেই ডিএ-র দাবিতে ডাকা কর্মবিরতির বিরোধিতা করে তৃণমূল সমর্থক আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন।

► **পৃঃ ২-এর পর**

নিয়োগ দুর্নীতি

প্রতিশ্রুতি দিতেন নাকি কুস্তল! পর্যদের ওয়েবসাইটে নাম দেখিয়ে চাকরিপ্রার্থীর থেকে টাকা তুলত কুস্তল, বিস্ফোরক দাবি করেছিল সিবিআই। আরও দাবি করা হয়েছিল, যাঁরা ফেল করত ওয়েবসাইটের দেওয়া রেজাল্টে তাঁকে ‘পাশ’ দেখানো হত। এমনকী সেই রেজাল্টের প্রিন্টআউটও দেওয়া হত! তারপর দু’দিন পর ওয়েবসাইট থেকে সেই নাম হাওয়া হয়ে যেত। সিবিআই সূত্রে খবর, পর্যদের আসল ওয়েবসাইটে .ইন রয়েছে, কিন্তু ভুয়ো ওয়েবসাইটে সেটাই .কম! এখন দেখার গুগল কী উত্তর দেয়।



SCAN & PRINT
JYOTISHMAN BHATTACHARJEE

RESIDENCE & OFFICE
19/M. D.P.P. ROAD, KOLKATA - 700047
✉ mailtoscannprint2020@gmail.com

● Bengali & English Typing ● School / College Project
SPECIALIST IN BENGALI TYPING
PAN CARD (New / Correction)

হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ ও আজকের ভারত

অতনু হুই

ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরি হয়েছিল উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের সময়, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যা ছিল অভিনব এবং অনন্য। সবমিলিয়ে এক নতুন ফেনোমেনন, যা দুনিয়া অতীতে কখনও দেখেনি। ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আগ্রাসী ইউরোপীয় রূপের বিপরীতে এটি অপরিহার্যভাবেই ছিল গণতান্ত্রিক ও সমমাত্রিক সমস্ত মানুষই সমান, সবার জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-কেন্দ্রিক।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল: প্রথমত, এটি কখনোই তাবৎ জনসংখ্যাকে একত্রে দেখেনি, এমনকি ‘জাতির’ পরিধির মধ্যে পর্যন্ত নয়। বরাবরই সওয়াল করেছিল ‘শত্রু ভিতরে’ (যেমন ছিলেন ইহুদীরা)। দ্বিতীয়ত, এটি অপরিহার্যভাবে ছিল সাম্রাজ্যবাদী। তৃতীয়ত, ‘জাতি’ তার নিজের স্বার্থে মহিমান্বিত করেছিল নিজেকে, আর এই ধারনার নেপথ্যে ছিল ‘জাতি’কে আরও শক্তিশালী করার এক এবং একমাত্র স্বার্থ। ‘জাতি’কে রাখা হয়েছিল ‘জনগণের’ উর্ধে।

জাতি-রাষ্ট্রের গঠন থেকেই ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। যেখানে ভারতে তা ছিল উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের ফসল। এবং অন্তত তিনটি প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তির পর ইউরোপে তৈরি হওয়া জাতীয়তাবাদ থেকে একেবারে বিপরীত।

প্রথমত, এতে ছিল না ‘শত্রু ভিতরের’ ধারণা, বরং ছিল সকলকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, অপরের ভূখণ্ডকে যুক্ত করা, বা দখল করার মানসিকতা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠার ছিল না কোনও পরিকল্পনা। এবং তৃতীয়ত, এই ধারণা কখনও ‘মানুষের’ উপর স্থান দেয়নি ‘জাতি’কে, ‘জাতীয়’ উন্নয়নের কেন্দ্রে ছিল জনকল্যাণ।

বিপরীতে, হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছে উত্তর-ওয়েস্টফেলিয়া ধারণার শর্তে। তারপর থেকে সমসাময়িক সময়ে সে নিজেকে সময়েপাযোগী করেছে।

আমাদের দেশে জাতীয় জাগরণের পাশাপাশি গড়ে ওঠে একই সমান্তরালে এক হিন্দু পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া। হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু পুনরুত্থানের গভেই বেড়ে ওঠে। ক্রমশ তা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস) আঁতুড়ঘর। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের মূল ভাবাদর্শটি ছিল হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক স্বার্থকে এক অভিন্ন হিন্দু আকাঙ্ক্ষায় বেঁধে রাখা। বিপরীতে হিন্দু বর্ণবাদী উচ্চস্তরের নির্মম ঘৃণ্য শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টিকে সুকৌশলে আড়াল করা।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ভাবধারার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে জন্ম নেওয়া অঙ্কুরিত জাতীয়তাবাদী চেতনার মিলনেই গড়ে উঠেছিল ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’। সেক্ষেত্রে এমন এক প্রত্যাশা নির্মাণ করতে চাওয়া হয়েছিল যাতে হিন্দু সংস্কৃতি সম্পন্নতাবোধ, আচার- অভ্যাস সবকিছু জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা ও চাহিদার সঙ্গে জুড়ে যায়। এটি করতে চাওয়া হয়েছিল সুকৌশলে, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে ‘হিন্দু’ প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্রে রেখে প্রাধান্য তৈরি করা যায়। কাজেই ভারতীয় জাতীয়তা আগাগোড়া সর্বাঙ্গিক ‘হিন্দুত্বের’ ধারণা সঞ্জাত প্রকট এক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন কিছু নয়। যেখানে একমাত্রিক জাতীয়তার সুরে কেবল হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পরূপটি ধ্বনিত করতে চাওয়া হয়েছিল।

অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ কিছুটা ভাঙার চেষ্টা করলেও তা প্রাচীন শাস্ত্র ও জড়ত্বের সীমাকে অতিক্রম করতে পারেনি। পাশাপাশি সেসময় বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি ছিল দুর্বল। এই পরিমণ্ডলে হিন্দু রক্ষণশীল পুনরুত্থানবাদ আরো শক্তিশালী আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ‘হিন্দুত্বের’-র ছাপ লাগে—কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী দের হাত ধরে। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ আসমুদ্র হিমাচলকে হিন্দুত্বের ভাবনার সঞ্জাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পুষ্ট করে। হিন্দু স্বার্থে গো রক্ষা আন্দোলন, শুদ্ধি আন্দোলন, উর্দু সিরিয়ে হিন্দি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা, এই সব যুক্তিবিনাশী আন্দোলনে হিন্দু ভাবাদর্শকে

শক্তিশালী করতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তিলকের ‘হিন্দু নেশন’-এর ধারণা। হিন্দু জাতীয়তাবাদের এইসব ক্রমসম্প্রসারণের পরিণতিতেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম থেকে আজকের ভারতে সাভারকার -গোলওয়ালকার-গডসে-মোদীদের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের কার্যকলাপকে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তাই এদেশে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করতে সমান্তরালভাবে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দোদুল্যমান দ্বৈত চরিত্র প্রকট রূপ পরিগ্রহ করার কারণে। কাজেই জাতীয়তাবাদীদের কাছে ‘নেশন’ মানে হিন্দু, ভাষা মানে হিন্দি। সেই সূত্রেই হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারিত শব্দবন্ধ ‘হিন্দু- হিন্দি- হিন্দুস্থান’কে জনপ্রিয় করা হয়।

হিন্দুত্ববাদী, সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের ধারা- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দু ঐক্যের ভাবনা মুসলমান সমাজকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে মুসলমান বিজয়ের পরে বিশাল ভারতীয় ভৌগোলিক অভিব্যক্তিপুষ্ট হিন্দু জনগোষ্ঠীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যুক্তিবিনাশী বিশ্লেষণে মুসলমান ধর্মের বিপরীতে হিন্দু ধর্মীয় পরিচয় গড়ে তোলা হয়। এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়েই আমাদের দেশে মুসলমান বিরোধী যুদ্ধে হিন্দু গৌরবগাথাকে(রানা প্রতাপ, শিবাজী) ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

কার্ল মার্কস ‘নিউইয়র্ক ট্রিবিউন’ পত্রিকায় ভারত বিষয়ক যে প্রবন্ধমালা লিখেছিলেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ‘হিন্দুস্থান হলো এশিয়ার ইতালি’। ইতালির ‘রিসজিমেন্টো’ বা পুনর্জন্মের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয় একতাবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে তুলনা করেছেন। গ্রামসি তাঁর ‘কারা রচনায়’, ফ্যাসিবাদের উৎস সম্বন্ধে ইতালির ‘ইউনিফিকেশনের’ ফাঁকগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন একইভাবে। দীর্ঘকালের হারিয়ে যাওয়া মানচিত্র ফিরে পাওয়া, পশ্চাৎপদ মানুষের ধর্মবোধ, আবেগ, মোহ ইতালির মতো এদেশেও এক অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। মনে রাখতে হবে, শোষিত মানুষের চিন্তার কাঠামোগত রূপান্তর ঘটনার দুর্বলতা, বৃহৎ পশ্চাতদ সমাজের ধর্মবিশ্বাস এদেশেও ইতালির মতো ছবছ না হলেও অন্যরকম এক ফ্যাসিবাদী উত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

১৯২৫ সালে নাগপুরে কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে আরএসএসের প্রতিষ্ঠা করেন। রামরাজত্বের স্বপ্ন, তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ, হিন্দু জাগরণের নাম করে আসলে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পনের যে নীতি নেওয়া হয়েছিল, আজও স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রাখা হয়েছে। একই ভাবে আজকের মোদী জমানাতেও ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ নীতির ভিত্তিতে ‘কিস্যা কুর্শি কা’র লড়াই চলছে।

১৯১৩ সালের সাভারকার ব্রিটিশ এর কাছে যে মুচলেকা পত্র দিয়েছিলেন, তার ছত্রেছত্রে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণের বর্ণনা রয়েছে। অথচ সেই সাভারকারই হিন্দু স্বার্থের সবথেকে দক্ষ ও বিশ্বাসী প্রবক্তা হিসেবে হিন্দু সংগঠকদের কাছে আজও পূজিত। আরএসএস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ‘জনৈক মারাঠি’ ছদ্মনামে ‘কে হিন্দু’ সাভারকারের পুস্তিকাটি হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিল হিন্দুত্ববাদীদের মানসপটে আজও তা বহমান।

বি এস মুঞ্জে ইতালির ফ্যাসিস্ত শাসকদের প্রতি গভীর আস্থা জানিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে একদা সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইতালির ফ্যাসিস্ত ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করে এসে এখানে ঐরূপ হিন্দু জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। গোটা বিশ্ব যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ফ্যাসিবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের লিপ্ত, তখন আরএসএসের ফ্যাসিস্ট প্রীতি প্রমাণ করে তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মদনমোহন মালব্য, কৃপালনি, বল্লভ ভাই

এর পর পৃঃ ৫ ►

► পৃঃ ৪-এর পর

হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ

প্যাটেল, এমনকি স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের আরএসএসের প্রতি দুর্বলতা ছিল প্রবল। গান্ধী এদের প্রতি মোহগ্রস্ত না হলেও স্বয়ংসেবক শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে বারেবারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই হতাশার গর্ভে মুক্তিকামী মানুষের এক ছায়াবৃত্তে নিমজ্জিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরে পুষ্পে পল্লবিত হয়- সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবৃক্ষ। আর তখনই বর্ণবাদী হিন্দু বেনিয়া সম্প্রদায় ক্রমশ ঘৃণ্য রাজনীতিকে পুষ্ট করতে থাকে যাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগ্রামেই বৃহত্তর হিন্দু গোষ্ঠীর মুক্তি ঘটবে এই আশাবাদ সঞ্চারিত হয়। গান্ধীহত্যার ঘটনায় নিষিদ্ধ হওয়া আর এস এস-স্বাধীনতার পরেপরে এসব নিয়ে কিছুটা চাপে থাকলেও বাবরি মসজিদ ধ্বংস সাধন করার সময়কাল থেকে রাম মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত, বিগত তিনদশকে তার হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডাকে সফলভাবে এদেশে প্রয়োগ করতে পেরেছে। রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে দিয়ে করা তা আরো সহজোতর হয়েছে বিগত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি আসীন থাকার কারনে। এতে সহজে তারা হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শে ভারতীয় মিশ্র সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে নস্যাত্ন করে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে পেরেছে।

অপরদিকে উদার অর্থনীতির তিন দশক এবং রাজনৈতিক হিন্দুত্বের রণজংকারের তিন দশক একসঙ্গে মিলেমিশে বর্তমানে ‘কর্পোরেট হিন্দুত্বের’ এক ক্রোদান্ত, যন্ত্রনাময় আর্থ-রাজনৈতিক পরিমন্ডল তৈরি করেছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা করিডোর নির্মাণ থেকে শুরু করে - নাগরিত্ব আইন, জনসংখ্যা পঞ্জীতে ধর্ম পরিচয় যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে কার্যত ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তনের ধারাবাহিক প্রয়াস চলেছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান চার স্তম্ভ ধর্মনিরপেক্ষ-গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক ন্যায় এবং আর্থিক সার্বভৌমত্ব আজ ভীষণ ভাবে আক্রান্ত। অপরদিকে রাষ্ট্রের নীতির মধ্যে পিরামিডের মতো একাংশ বেনিয়াদের বিপুল আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অক্সফর্ম রিপোর্টে এদেশে দশজন ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ দেশের মোট সম্পদের ৫৭ শতাংশ। আর তলার ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ সম্পদ। এই চিত্রই বুঝিয়ে দেয় পুঁজি যতদ্রুত কেন্দ্রীভূত হয়, ভূমিস্তরে বিভাজনের কারনে শ্রমজীবীদের পক্ষে ততো তারাতারি একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয় না। এই সময় বিশ্ব কর্পোরেট পুঁজি দেশে দেশে নব্য ফ্যাসিবাদকে মদত দিচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে জোট তৈরি করে শোষণ, লুণ্ঠনের বহরকে নিশ্চিত করেছে। ভারতে এই হিন্দুত্ববাদীরাই তাদের পছন্দের শক্তি। ভারতীয় শাসক শ্রেণীর নেতৃত্ব দানকারী বৃহৎ পুঁজিপতিরা এভাবে আন্তর্জাতিক লব্ধীপুঁজির জুনিয়র পার্টনার হওয়ার পূর্ণ সুযোগকে সর্বাঙ্গিক ভাবে ব্যবহার করেছে।

উদারনীতি তার তিন দশকের পরিক্রমণে পরিনতিতে আজ সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতিতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকে বিসর্জন দেওয়া চলেছে। একাজে তন্ত্র সাধকেরা ভূমিকা নিয়েছে আরএসএস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি। ‘ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন’ কর্মসূচি (এনএমপি) এদেশে তারই চূড়ান্ত পরিনতি। লাভজনক রাষ্ট্রীয়ত্ব সকলকিছু এভাবে লুটের মুগয়াক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। কাজেই আজ ভারতীয় অভিজ্ঞতায় ফ্যাসিবাদী প্রবনতার স্বপক্ষে সম্মতি নির্মাণের চরিত্র হলো- ‘কর্পোরেট হিন্দুত্বের’। নয়াউদারবাদ প্রথমে কমহীন, পরে কর্মনাশা উন্নয়নের নামে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি মানুষের জীবনে যে সংকট নামিয়ে এনেছে সেই পটভূমিতে কর্পোরেট হিন্দুত্বের পরীক্ষাগারে পরিণত করা হয়েছে। উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি র চেতনা ও আচরণকে বিপথগামী করার মাধ্যমে রাজনৈতিক হিন্দুত্বের সম্মতি নির্মাণই এর প্রধান আদর্শ।

শেষ বিচারে সংকট বেষ্টিত এই উদারবাদ ফ্যাসিবাদের চেহারা নিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে। দক্ষিণপন্থী এই আধিপত্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে

পারে একমাত্র শ্রেণী চেতনায় ঋদ্ধ শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের ধারাবাহিক জনআন্দোলন। এটাই দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার একমাত্র রক্ষা কবচ।

বিশিষ্টা চিন্তাবিদ প্রভাত পট্টনায়ক বলেছেন, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু সেই ব্যক্তির জীবনধারা রাষ্ট্রের নিরিখে গুরুত্ব পায় না। কারন বুজায়ো জাতীয়তাবাদে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই গড়ে তুলতে চাওয়া হিন্দু রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে হিন্দু রাষ্ট্র শুধু একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। তা একটি কৃতৃত্ববাদী রাষ্ট্র। কাজেই হিন্দু শাসকদলের সমালোচনা তখন হয়ে যায় জাতীয়তা বিরোধী, তথা দেশ বিরোধী।

সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা, মিডিয়া, রাজনৈতিক সংগঠন সব কিছুকে হিন্দুত্বের আদলে গড়ে তোলা হয় সেই কারনেই। আজ জাতীয় প্রতীকের মধ্যে হিংস্রতার রূপদান তারই গভীর রসায়নে জারিত। যুক্তি, মুক্তচিন্তা সেখানে পদদলিত। কাজেই রাজনৈতিক এই দুর্বৃত্তায়ন ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বৈধকরণের বিরুদ্ধে মানুষের বৃত্তটা বড় করতেই হবে। বৃহত্তর এই লড়াইয়ের পরিসরে বামপন্থীদের সামনে থাকতে হবে।

এটাই স্বাধীনতার ৭৫ বছরে এসে আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

[বিধাননগর কর্পোরেশন কি ঘুমোচ্ছে?](#)

তুলোধোনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধাননগর পুরসভার ভূমিকা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ, বিধাননগর পুরসভা এলাকায় একাধিক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু সেইসব দেখেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না পুরসভা, এমনই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়।

মামলকারীদের পক্ষে আদালতে জানানো হয়, এই পুরসভা এলাকায় ৩৯টি প্লটে ৩৩৩টি নির্মাণ হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি সিঙ্গল স্টোরেড বিল্ডিং। মামলার শুনানি শেষে বিধাননগর পুরসভার ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। এই মামলায় হাইকোর্টের মন্তব্য, ‘কোনওভাবেই বেআইনি নির্মাণ মেনে নেওয়া যায় না। এতদিন ধরে এমন নির্মাণ হয়ে চলেছে আর বিধাননগর পুরসভা কি চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে?’—প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এইসব বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পদক্ষেপ করতে হবে বলে নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। নির্দেশে আরও বলা হয়, পুরসভার ইন্সপেক্টরদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

রেডিওলজি
প্যাথলজি
পলিক্লিনিক

এক ঠিকানায় আছে সব

FORESIGHT
D I A G N O S T I C S
(A Unit of 4Sight Medicare Pvt. Ltd.)

Contact : 8100400300

পাঠকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমালোচনা ও
মতামত পাঠাতে পারেন।
email : aajshukrabar@gmail.com

ব্যাসার্ধ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক এক জনের ব্যাসার্ধ

এক এক রকম

এমনও মানুষ আছে যাকে

বাড়ির লোকই চেনে না সেভাবে।

কিছু মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে

বেশির ভাগই তার আধার কার্ডে

সেখানেও ভুল ছবি,ভুল বানান আর ভুল পরিচিতি

ছিল কোনোদিন।

কিছু মানুষ স্বঘোষিত,কিছু মানুষ বিঘোষিত

বাকিরা কেবল শরীর; শুধুই শরীর।

একমাত্র শরীরের ছায়ায়

ব্যাসার্ধ পরিমিত

সে কেবল শরীরে জন্মায়

শরীরেই মরে যায়।

তৃষা চক্রবর্তী-র কবিতা

সাদা চাদর মুড়িয়ে রাখা ছিল

পুরনো সম্পর্কগুলো

জড়িয়ে ধরতেই ভূতের মতন

ঝুর ঝুর করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল

আমি মূর্ছার ভান করলাম

যাতে তুমি আরও কাছাকাছি থাকো

কৃষ্ণচূড়া

উর্মি

এটি একটি স্টেশন, পরিত্যক্ত নয় বরং আধুনিকতার ছোঁয়ায় নতুন প্রাণদীপ্ত, পরিত্যক্ত একটা ধার। যেধারের শেষে আমি কৃষ্ণচূড়া প্রতি বসন্তে নিজেকে রাঙিয়ে তুলি, সাজিয়ে তুলি অপরূপ সোভায় আর আমায় কোমল লাল পাপড়ি বিছিয়ে রাখি প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য। কত প্রেমের সাক্ষী যে আমি, আর কত বিরহেরও। কত প্রেমিকের চুম্বন আমি আমায় ছায়াতলে প্রত্যক্ষ করেছি, কত মধুর আলিঙ্গন, আর নিজেও হয়েছি তৃপ্ত। আমি ভাগ করে নিয়েছি পাখিদের কলতান আর সুখের মুহূর্তগুলো।

একলা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আজ কত বছর হল আমি পড়ে চলেছি মানুষের প্রতিদিনের কত আলেখ্য। দিগন্ত বিস্তৃত চোখে দেখতে পাই মানুষের সুখ শান্তি নির্জনতা আর নির্ভরতা। সেই যে এক পাখির মুখে করে বীজ হয়ে এখানে এসেছি, চারা হয়ে বাড়তে শুরু করেছি, আজ মধ্য গগনে আমার বয়স। এই শেষ সীমায় সচরাচর কেউ না এলেও যারা অনন্ত সময় কাটাতে চায়, কিংবা যারা প্রকৃতির শেষবেলার সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করতে চায় তারা আমার কাছে এসে বসে। একসময় আমার কোলে বিশেষ স্থান ছিল না, তাইতো তারা কখনও কখনও আমায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের কোমল স্পর্শে মধুময় শিহরণ খেলে যেত আমার বুকে। সদ্য ফোটা দু-একটি ফুল হয়ত আমি ঝরিয়ে দিতাম তাদের শরীরে, তারাও হয়ত কুড়িয়ে নিত দু-চারটি বরা পাপড়ি।

আমার মনে পড়ে এক বসন্তের বিকেলে হাতে হাত ধরে এক প্রেমিক-প্রেমিকা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছিল আমারই দিকে, সদ্য আমি তখন যৌবনে পা দিয়েছি, তারা আমার ছায়ায় বসে কত কথা বলছিল, কত স্বপ্ন দেখছিল, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, নিজেরা কি করবে সে স্বপ্ন, গানও করত ওরা। কী যে ভালো লাগত সেই গান শুনতে! তারা মাঝে মাঝেই আসত। জানতে পারলাম প্রেমিকের নাম হিমাদ্রী আর প্রেমিকার সুষমা। তাদের জুটিও যেন কোনও এক স্বর্ণপুরীতেই তৈরি করা হয়েছিল, স্বয়ং বিধাতা নিজ হাতেই তাদের গড়ে তুলেছিলেন, তাই তাদের এমন সৌন্দর্য। ওরা আসত সেই লাইনের ওপারের কোনও এক জায়গা থেকে, আমার দৃষ্টি এতদূর যেত না, তাই আমি জানতাম না তারা ঠিক কোথা থেকে আসত।

যেদিন ওরা আসত সেদিন সারাটাক্ষণ আমার মনের ভেতর বয়ে যেত এক কোমল বাতাস, আমি দেখতাম প্রেমিক মাঝে মাঝেই আমার গা থেকে কয়েকটা ফুলের থোকা ছিঁড়ে তার প্রেমিকার খোপায় গেঁথে দিত, আর সে সময় যেন স্বর্গের অঙ্গরীই হয়ে উঠত সুষমা। কখনো বা হিমাদ্রী ফুলগুলো নিয়ে থোকা তৈরি করে দিত সুষমার হাতে, সুষমার হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে আমার জীবন যেন ধন্য হয়ে উঠেছিল। হাসি ঝলমলে মুখটি যখন আমি দেখতাম তখন মনে হত পৃথিবীর সেরা সুন্দর জুটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমি প্রতিদিন তাদের অপেক্ষা করতাম, কিন্তু তারা প্রতিদিন তো আসতে পারত না, তবু অপেক্ষা করতাম যতক্ষণ না সূর্য আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তাদের আসাযাওয়া কমে গেল। একদিন দেখলাম তারা আসছে, আর ওমনি আমার সমস্ত শরীর যেন আন্দোলিত হতে শুরু করল, ওরা এসে আমার পায়ের কাছে আমার শরীরে হেলান দিয়ে বসল, কিন্তু আগেকার সেই হাসিটি তাদের মুখে আর দেখতে পেলাম না। তবুও খুশিতে উত্তেজিত হয়ে আমি আমার ফোটানো অনেক ফুল ঝরিয়ে দিলাম তাদের শরীরে। কিন্তু তবুও তাদের মুখে কোনও হাসি দেখতে পেলাম না। একবার শুনলাম হিমাদ্রী বলছে, ‘তুমি সত্যি চলে যাবে সুষমা!’

আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম, কোথায় যাবে সুষমা!

সুষমা মুখ ভার করে উত্তর দিল, ‘না গিয়ে যে আর কোনও পথ নেই গো।’

‘তোমার ওখানে ভালো লাগবে! এত দূরে কখনও গিয়েছ তুমি! অজানা পরিবেশে তোমার ভয় করবে না!’

‘এখানেও কি ভয় কম হিম, ক্ষিদের ভয় কী কোনও অংশে কম! চাকরি আর কজন পায় বলো, তবু চাকরিটা যে হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি একটু সেট আপ করে নিয়ে আমি আবার এখানে আসব, এই গাছের নীচে তোমার সাথে আবার কথা বলব। তাছাড়া ফোনেও তো কথা হবে।’

হিমাদ্রীকে দেখলাম খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে, অভিমান ভরা মুখে সে বলল, ‘না থাক, ফোন তোমায় করতে হবে না, তুমি এখানেই এসো, আমায় পাবে দেখতে।’

‘দূর পাগল! তোমার কাজকর্ম কিছু নেই নাকি? তুমিও তো একটা কাজ করছ?’

‘কাজ! সংবাদপত্রের কাজকে তুমি কাজ মনে করো!’

সেদিন আমি হিমাদ্রী আর সুষমার মধ্যে যে বিরহের সুর বাজতে শুনেছিলাম আজও সেই সুর মাঝে মাঝে আমার অন্তরেও বেজে চলে।

আমি অনেক বছর হল আর তাদের দেখতে পাইনি, একা একাই দাঁড়িয়ে শুধু বাঁচতে শিখে গেছি। তবুও আমি নিয়ম করে প্রতি বসন্তে নিজেকে রাঙিয়ে তুলি, যদি তারা বা অন্য কেউ আবার আসে এখানে।

হ্যাঁ এল একদিন নতুন এক যুগল। আমার গাছের গোড়ায় বসে তারা গল্প করত, একে অপরকে জড়িয়ে চুমু খেত, খুনসুটি করত, গানের লড়াই খেলত, বেশিরভাগই ছেলেটি হেরে যেত, আর জেতার আনন্দে মেয়েটি কী খুশিটাই না হত! আবার প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করলাম, একসময় তারাও আসা বন্ধ করে দিল, এল ছোট কচিকাচাদের দল, রেলের গার্ড, কিছু মাতাল মানুষ, কচিকাচাদের ছাড়া কাউকেই আমার ভালো লাগত না। বড় বড় ইঞ্জিন এল, ওরা লাইনটাকে আরও দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করল, এখন আমি যেন আরও একলা। ঘনঘন ট্রেনের ঘর্ষর আওয়াজ আমার কান ঝালাপালা করে দিতে লাগল, নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর কীই বা করার ছিল আমার!

এভাবেই কেটে গেল কত বছর, আমারও বয়স বাড়ল, আরও ডালপালা বিস্তৃত হয়ে ছুঁয়ে চলল আকাশ, পাখিদের নিরাপদ আস্তানা হল আমার প্রতিটি শাখা। সূর্যরঙা ফুল ঝরে পড়া এক লাল গালিচা বিছিয়ে নিত সেই পরিত্যক্ত প্লাটফর্ম। একসময় দেখলাম একজন লোক পুরো উলুমঝুলুম চেহারা নিয়ে আমার পায়ের কাছে যে বাঁধানো জায়গাটা আছে সেখানে এসে বসল। তাকে দেখে আমার ভীষণ মায়া হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে বুঝি কতদিনের ক্ষুধার্ত। আমার কোনও ফলও নেই যে তাকে দেব খেতে, কয়েকটা ফুল ঝরিয়ে দিলাম শুধু মমতায়। দেখলাম লোকটি আড়ম্বুরতা কাটিয়ে তার দেহ থেকে ফুলের পাপড়িগুলি সযত্নে সাজিয়ে নিল, আর সেই লাইনের অপর দিকে চেয়ে রইল তন্ময় দৃষ্টি মেলে। কী করণ সেই চোখের চাচ্ছনি! যেন কিছু বলতে চাইছে সে কাউকে। তারপর একটু হাসল, চুমু খেল সেই ফুলের বোকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল তারপর আবার সে চলে গেল সেই ফুলের বোকে বুকে করে। আমি দেখলাম সে সমস্ত লাইনগুলি পার করে ওদিকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আবার তাকে দেখলাম হাতে একটা ডায়েরি মতন নিয়ে আসতে, তাকে আজ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল, সে তার ডায়েরির পাতা থেকে কয়েকটা কবিতা তার ছান্দসিক সুরে আবৃত্তি করে যেতে লাগল, প্রেমে ব্যথা পাওয়ার যন্ত্রণা আর প্রেমিকার ভালো থাকার আকুতি জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আহা! কবিতা এত সুন্দর হয়! আজ আমার সুষমার কথা মনে পড়ছিল ভীষণ, কেন জানি না এই লোকটির মুখে কবিতা শুনে আমার তার কথাই শুধু মনে পড়ছে, মনে পড়ছে হিমাদ্রী আর সুষমার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সেই মধুময় চুম্বনের দৃশ্য, তাদের কণ্ঠে গান, আবার শেষে একদিন তাদের হারিয়ে যাওয়া। না হিমাদ্রী, না সুষমা আজ কেউ নেই এখানে। আজ এই বসন্ত বুঝি বিরহে কাতর ওদের ছাড়া। কিন্তু লোকটি এত সুন্দর কবিতা কোথায় পেল! সেগুলো কি তার নিজের লেখা নাকি অন্য কোনও বিখ্যাত কবির লেখা? ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। সাধারণ একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর আমি কোথায় পাব, কে দেবে আমায়?

সেদিন সন্ধ্যের সময় দেখলাম লোকটি বেশ কিছু ফুল কুড়িয়ে নিল, সেটিকে দুর্বা ঘাসের ডগায় সুন্দর করে বেঁধে ডান হাত দিয়ে সেই বোকে ধরে একটু সামনের দিকে তাকিয়ে যেন কাউকে দেবার মত করে বলল, ‘তুমি নেবে না আমার এই ফুল! হোক না সে কৃষ্ণচূড়া, রঙে সে প্রেমকেও যে হার মানিয়ে দেবে, তাই আমার কাছে, প্রেমের ফুল এই কৃষ্ণচূড়া। দেখো আমি তোমার জন্যই এই ফুল তুলেছি। নাও না প্রিয়ে! নাও না সুষমা!’

কী! কী শুনলাম আমি! লোকটি সুষমাকে বলছিল, তবে সেই কী হিমাদ্রী! তবে তার এই অবস্থা কেন? সুষমা কি তবে আর কখনও আসেনি!

হিমাদ্রী আবার আসতে শুরু করল, তার জটাধরা চুল, তোবড়ানো

এর পর পৃঃ ৭ ▶

কৃষ্ণচূড়া

গাল ঝুলে পড়া ঙ্র আর সুমধুর সেই কণ্ঠের আবৃত্তি, সব যেন সুষমাকেই উৎসর্গ করা। কোথায় সুষমা!

আবার কিছু মানুষের আসা-যাওয়া শুরু হল, শুরু হল আবার প্রেমিক-প্রেমিকাদের গুনগুন। হিমাদ্বীপ আসে তার কবিতার ডায়েরি নিয়ে, প্রচুর কবিতা পড়ে, অনেক কবিতা সে বারবার করে পড়ে, আমার তো কতক মুখস্থই হয়ে গেছে, বিধাতা যদি আমায় কথা বলার মত কণ্ঠ দিতেন তবে আমিও হিমাদ্বীর মত আবৃত্তি করে শোনাতে পারতাম। আমি তন্ময় হয়ে শুনি হিমাদ্বীর আবৃত্তি। নতুন আগত প্রেমিক যুগলও তার আবৃত্তি শোনে, প্রশংসা করে। আর এই প্রশংসার প্রতিদানে হিমাদ্বী একটি করে আমার ফুলের বোকে তাদের দেয়, আবার বলে, ‘ওই ওপারে আমার প্রেমিকা থাকে, সুষমা, তাকে দিও।’

তারা নিয়ে যায়, কিন্তু জানি না তারা তার সুষমাকে সেই বোকে দেয় কি না, কিংবা কি করে।

আমিও এখন বার্ষিক্য উপনীত হয়েছি, হিমাদ্বীও তাই, সে আর আগের মত খজু হয়ে হাঁটে না, ওর শরীর নুয়ে এসেছে, তবুও সে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করতে পারে। সে তার কবিতায় বলে তার সুষমা একদিন আসবে আর তার হাত থেকে সেই বোকে গ্রহণ করবে। বলবে, ‘আরও কিছুক্ষণ এই গুলমোহরের ফুলে ফুলে চল আমরা পাল তুলে দিই, চল ভেসে যাই এই রেণুর সাথে।’

এমনি কেটে গেল আরও অনেক দিন, একদিন হিমাদ্বী কিছু ফুল দিয়ে আবার বোকে তৈরি করল, আমি দেখলাম দূর থেকে কেউ একজন আসছে। সাদার উপর হালকা ছাপের একটা শাড়ি পরে, গুটি গুটি পায়ে। তারও বয়স আমার মতই পড়তির দিকে। সে হিমাদ্বীর কণ্ঠের সেই আবৃত্তি শুনছিল, হয়ত সে কারও কাছে শুনেছে এখানে এক দিশেহারা প্রেমিক তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে অনেক কবিতা লিখেছে, তাই সেও শুনতে এসেছে। হিমাদ্বী একের পর এক আবৃত্তি করতে লাগল, কখনও কখনও সে সেই মহিলার দিকে এগিয়ে আসল, তার দিকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করল অনেক কিছু, তারপর তার হাতে বানানো একটা বোকে ওর হাতে দিয়ে বলল, ‘ওই ওপারে আমার প্রেমিকা সুষমা থাকে, ওকে দিও।’

সে চলে গেল। চলে গেল সেই মহিলাও। দীর্ঘদিন আর দেখা নেই। এক রাতে আমি ঘুমিয়েছি, সকালবেলায় আলো ফুটেতই দেখি, হিমাদ্বী আমার দেহের সাথে লেপ্টে ঘুমিয়ে আছে, আমি কখনও হিমাদ্বীকে এভাবে ঘুমোতে দেখিনি। আমার খুব ডাকতে ইচ্ছে করছিল, ইচ্ছে করছিল তার মুখ থেকে সেই সব কবিতা শুনি আবার।

দেখলাম অনেকই এল এখানে, তবুও হিমাদ্বীর চোখ খুলল না। বুঝলাম হিমাদ্বী হয়ত আর নেই। অবশেষে দেখলাম সেই মহিলাকে আসতে, সে অতি ধীর পায়ে কাছে এসে দীর্ঘক্ষণ কী যেন দেখল হিমাদ্বীর দিকে। তারপর আমার দেহ থেকে বেশ কিছু ফুল ডাল সহ ছিঁড়ে বোকে করে একটি তার পা ও অন্যটি বুকের কাছে রাখল। আমার দুচোখ জলে ভরে এল, জানি না আমার এই চোখের জল ওরা দেখেছে কী না। তবে আমি জানি, আমি এত মানুষকে এখানে আসতে দেখেছি কাউকে এভাবে হিমাদ্বীকে ফুল দিতে দেখিনি। সেই ফুলতো শুধু একজনই দিতে পারে। যার জন্য হিমাদ্বী আজ এখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেছে।

আক্রান্ত মানুষের কথা, প্রতিরোধের কথা, প্রকৃত দেশপ্রেমের কথা নাটকের সংলাপে, সংগীতের সুরে:

রেখাব মিউজিক্যাল ট্রুপ

নিও লিরিক থিয়েটার

লড়াই-এর সাথী হয়ে ওঠার জন্য যোগাযোগ—
৯৪৩৩৩৮৫০৭৯

প্রসঙ্গ গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব—আসলে নাট্যকর্মীদের সমন্বয়

অরূপ রায়

(আজ শুক্রবার এর পাতায় নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা ভাস্কর সান্যালের সঙ্গে অনীক নাট্য সংস্থার সম্পাদক অরূপ রায়ের কথোপকথন)

ভাস্কর : নমস্কার অরূপবাবু, আপনি অনীকের কর্ণধার। অনীক নাট্য সংস্থা কলকাতার পরিচিত একটি নাম। যদিও বাংলায় বহু নাট্য উৎসব হয়। আমরা যা দেখে এসেছি তথাকথিত প্রচুর বড় বড় দলের নাট্য উৎসবে, কিন্তু অনীক গঙ্গা-যমুনা নাট্য উৎসবের ২৫তম বর্ষে যেভাবে তারা ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটালো আপনার কি মনে হয় যে, বাংলা নাট্য জগতে অনীক অন্য ধরনের একটা কর্মকাণ্ড করল?

অরূপ : প্রথমে বলি আমি অনীকের কর্ণধার না। অনীকের সমস্ত সদস্যরাই অনীকের কর্ণধার। আমি অনীকের সম্পাদক। একজনই সম্পাদক হতে পারবে, সে হিসেবে আমি সম্পাদক। আমরা যে উদ্দেশ্যে নাট্য উৎসবগুলি করি, সে উদ্দেশ্যের সাথে যদি অন্য কারও উদ্দেশ্য মেলে তাহলে একরকম, না মিললে আরেকরকমএইভাবে আমরা যে অন্যের থেকে আলাদা তা বলতে চাইছি না। আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে, আমাদের নাট্য উৎসব করার যে উদ্দেশ্য তা দ্বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যে সমস্ত ভালো ভালো নাট্যদল আছে আমরা জানি না যে তারা ভালো নাটক করে, আমরা মুষ্টিমেয় দশ-পনেরো-কুড়িটি নাট্যদলের মধ্যেই নিজেদের নাটকের যে চিন্তাভাবনা তা সীমাবদ্ধ রাখি। তার বাইরে যে অজস্র নাট্যদল আছে যারা ভীষণ ভালো নাটক করে। তাদের কিছু অংশকে যদি একটা এক্সপোসার দিতে পারি এই উৎসবের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে নাট্যকর্মীরা আছেন তাদের মধ্যেও একটা কো-অর্ডিনেশন গড়ে তোলার মতো একটা জায়গায় এই নাট্য উৎসবকে আমরা ব্যবহার করতে চাইছি। ‘আমাদের সৃজনের সমন্বয়েই দায়বদ্ধতায় অনীক’----এটা আমাদের স্লোগান। এই সমন্বয়ের যে কাজটা এই নাট্য উৎসবগুলির মাধ্যমে আমরা এগোনোর চেষ্টা করি। **ভাস্কর** : আপনি বললেন সৃজনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধতা বিষয়টা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এখন বেশ খানিকটা অ্যাবসেন্ট। আমি দেখতে পাচ্ছি যে কপর্টারেট থিয়েটার যেখানে জায়গা করে নিচ্ছে সেখানে থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধতা বা নাটকের দলের প্রতি যে দায়বদ্ধতা এটা প্রায় অবলুপ্তির পথে, এটা নিয়ে আপনি কি কিছু বলবেন?

অরূপ : দায়বদ্ধতা অবলুপ্তি পথে কথাটা বলব না। থিয়েটারের মানুষের দায়বদ্ধতা আছে এটাও দ্বিতীয় রকম ভাবে বলা যায়। যেমন আমরা থিয়েটার করতে পারিনি গত দু’বছর মহা অতিমারির কারণে বা নাটক করতে পারিনি। কিন্তু যখন মধ্যে থিয়েটার বন্ধ ছিল তখন আমরা থিয়েটার করেছি ওই সমস্ত দুস্থ মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে। সেটাই তখনকার দিনের থিয়েটার। আমরা আমাদের যতটুকু সম্ভব সেটুকুই নিয়ে গেছি। ডাক্তার নিয়ে গেছি, চিকিৎসার চেষ্টা করেছি , তাদের পাশে দাঁড়ানোর এটা একটা মেসেজ দেওয়া যে, তোমরা আর একা নও থিয়েটারের কর্মীরাও তোমাদের পাশে আছে। এটা দায়বদ্ধতার একটা দিক বটে। আরেকটা দিক হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমরা তো সমাজের কোনও কোনও অংশ তা নয়, আমরা সমাজেরই একটা অংশ আমরা সমাজবদ্ধ

ফের বড়পর্দায় বঙ্কিমের ‘দেবী চৌধুরানি’, নামভূমিকায় শ্রাবন্তী, ভবানী পাঠক প্রসেনজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা থেকে ইতিহাস কিংবা সাহিত্য নির্ভর ছবি গত কয়েক বছরে প্রায় উধাও! আগে একাধিক চলচ্চিত্র হলেও বিগত দিনে তা দেখা যায় না বললেই চলে। সম্প্রতি রুক্ষিণী মিত্রকে নিয়ে রামকমল মুখোপাধ্যায় ‘নটি বিনোদিনী’ বানানোর কথা ঘোষণা করেছেন। এবার আরও একটি সাহিত্য এবং ইতিহাস নির্ভর ছবি নিয়ে সিনেমা করতে চলেছেন ‘অভিযাত্রিক’ খ্যাত পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘দেবী চৌধুরানি’-কে বড়পর্দায় নিয়ে

জীব। আমাদের হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের নাটক। এই নাটক বা থিয়েটারকে নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে লড়াই তা তার একটা অংশ হওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। আমাদের মধ্যে সব সময় তা থাকে। এটা হচ্ছে দায়বদ্ধতা এবং থিয়েটারের মধ্যে আরও বেশি করে মানুষকে নিয়ে আসতে পারি। কারণ থিয়েটার হল মানুষের মধ্যে কমিউনিকেশনের একটা অদ্ভুত মাধ্যম, যে মাধ্যমের বিকল্প আর কোনও মাধ্যম নেই। যদি এরকম ডিরেক্ট মাধ্যম থাকত, যেখানে কমিউনিকেশন করার সময় চোখ রেখে কথা বলতে পারছি, যা বলতে চাইছি। এই কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা যে বার্তাটি মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইছি তা দর্শকরা নিতে পারছে তার জন্য থিয়েটারকে আরও অন্য কিভাবে মাত্রা দেওয়া যায় তা ভাবনা চলছে। আমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নাট্য উৎসব করছি। যেখানে অবস্ত্তী ছেলেমেয়েরা কাজ করছে, তারা টেকনিক্যালি কাজ শিখে করছে। নাটক দেখতে শিখেছে, নাটকের সমস্ত কাজও করছে এগুলিও এক রকমের সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা, যেমন অন্য দায়বদ্ধতা থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, থিয়েটারকে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে আরও বেশি করে পাওয়ার প্রচেষ্টা রাখা। এই দ্বিবিধ দায়বদ্ধতার মধ্যে আমরা।

ভাস্কর : একটা খুব ভালো কথা বললেন স্কুল-কলেজের কম্পিটিশন এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সব থেকে বড় কথা নাটক যেভাবে কমিউনিকেট করে মানুষের সাথে সেই ভাবে মানুষকে একটা জায়গায় নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা সেটা। আচ্ছা এই প্রচেষ্টাকে ২৫ বছরে আপনার নাট্যদল মানে অনীক নাট্য সংস্থা আপনারা যা ভেবেছিলেন, আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন সেটা এত বড় কর্মকাণ্ড হয়ে উঠবে ?

অরূপ : সত্যি কথা বলতে কি আমরা বিশ্বাস করি কোনও কিছু করতে গেলে একটু বড় করে না ভাবলে হয় না, তবে কোনও বড় কাজ করতে গেলে বড় ভাবনার খুব প্রয়োজন। না হলে বড় কাজ করা যাবে না। প্রথমে বড় করে ভাবতে হবে। কাজটা যদি ছোট করে ভাবা যায় তাহলে ক্ষুদ্রই হয়ে থাকবে, সেই হিসেবে বড় করে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। জানতাম না সফলতা আসবে। যেখানে ভাবনা ছিল ২৫টি পর্যায়ে এই উৎসব করা, একশো দিনের উৎসব করব, এতে দুশোটা নাট্যদল অংশগ্রহণ করবে, এটার যে ভাবনা সেটা আস্তে আস্তে বিশ্বাসে রূপান্তর হয়। এই বিশ্বাস থেকে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সম্ভব ছিল না। ২৪টি অন্য কারণে ২৫ টার জায়গায় ২৬ টা পর্যায়ে ১০২ দিনের উৎসব যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৩ টা মঞ্চ উৎসব করা হয়েছে। যেখানে আমাদের ২৫৬টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করেছে, তাতে ২৬৫টি নাটক নিয়ে ২৮২টি মঞ্চায়ন করেছিলাম। বিশ্বাস কি শেষ পর্যন্ত কাজে রূপান্তর হয়েছে। এইভাবে আমরা কাজ করতে পেরেছি। যদি বলেন এটাই ম্যাজিক হল এটাই আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্বাসটিকে প্রচেষ্টায় রূপান্তর করতে পেরেছি, চেষ্টা যদি থাকে তাহলে সফল অবশ্যই হবে।

আসছেন তিনি। যেখানে নামভূমিকায় থাকবেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি ভবানী পাঠক হচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রথম নয়, এর আগেও বাংলা ছবিতে ‘দেবী চৌধুরানি’ নিয়ে কাজ হয়েছে। সুচিত্রা সেন সেবার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর স্বামী ব্রজেশ্বর হয়েছিলেন রঞ্জিত মল্লিক। আর ভবানী পাঠক চরিত্রে দেখা গিয়েছিল বসন্ত চৌধুরীকে। দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় সে ছবি বক্স অফিসে বেশ ভালই ব্যবসা করেছিল। এবার ওই একই উপন্যাস নিয়ে ফের সিনেমা বানাতে চলেছেন শুভ্রজিৎ।

প্যারিস অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে ইতিবাচক সূচনা ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের

দেবাশিস মজুমদার : ২০২৪-এ আয়োজিত হতে চলা প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবল কোয়ালিফায়ারের প্রথম পর্বে শুরুটা ইতিবাচকভাবেই করল ভারতের মেয়েরা। সুইডিশ কোচ টমাস ডেনেরবির প্রশিক্ষণে গত মরশুমটা মোটেই ভালো যায়নি ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক খেলায় তারা একটা জয়ও পায়নি। চলতি মরশুমে বিগত তিনমাসও ছিল জয়শূন্য কিন্তু অলিম্পিকের যোগ্যতা পর্ব নির্ণায়ক প্রথম রাউন্ডেই ভারত শুরুটা করল দারুণভাবে কিরঘিজস্তানের মাটিতে কিরঘিজ মেয়েদের ৫-০ গোলে গারিয়ে।

কুয়ালামাপুরে হওয়া গ্রুপ বিভাজন ড্র-এ ভারত রয়েছে গ্রুপ জি-তে এবং এই গ্রুপে তাদের দুই প্রতিপক্ষ দুই মধ্য প্রাচ্যের দল কিরঘিজস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান। ভারত সেই অর্থে প্রথম রাউন্ডে সহজ গ্রুপেই পড়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকে সাতটি গ্রুপ থেকে শুধু গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরাই দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য কোয়ালিফাই করবে, সেখান থেকে আবার তাদের গ্রুপ ভাগ করে লাড়াই করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে এবং জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন ও অস্ট্রেলিয়ার মত দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে, চূড়ান্ত পর্ব বা তৃতীয় রাউন্ডের পর তিনটি গ্রুপের বিজয়ী ও বাকিদের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী একটি রানার্স দল চূড়ান্ত পর্বের যোগ্যতা অর্জনকারী পর্যায়ে পৌঁছাবে এশিয়া থেকে। তাই ভারতের মেয়েদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগে তাদের অনেক কঠিন বাধা পেরোতে হবে। তবে প্রথম রাউন্ডের বাধা পেরিয়ে পরবর্তী পর্বে যাওয়া ভারতের মেয়েদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। কারণ ভারতের মেয়েদের বর্তমান ফিফা র‌্যাঙ্কিং ৬১-র সামনে কিরঘিজস্তান (ফিফা র‌্যাঙ্কিং ১২৩) এবং তুর্কমেনিস্তান (ফিফা র‌্যাঙ্কিং ১৩৭) অনেকটাই পিছিয়ে থাকা দল। তার ওপর প্রথম এগুয়ে ম্যাচেই ভারতীয় দলের এই বিশাল জয় ডেনেরবির মেয়েদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে রাখবে।

৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে কিরঘিজস্তানের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ভারতের মেয়েরা ম্যাচের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রাখল নিজেদের পায়ে। তারা কার্যত কিরঘিজস্তানের মেয়েদের নিয়ে ছেলেখেলা করল। ভারতীয় রক্ষণভাগে কোনও চাপই তৈরি করতে পারেনি কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের



মেয়েরা। প্রথমার্ধেই ভারত এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ভারতের প্রথম দুটি গোল অঞ্জু তামাং-এর। তৃতীয় গোলটি সৌম্যা গুণ্ডলথের। বিরতির পর গ্রেস দানমেই ও তারপর বাংলার সঙ্গীতা বাসফোরের নামার পর ভারতের আক্রমণের চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের দুটি গোলই আসে শিক্কা দেবী হেমামের পা থেকে। যদিও শিক্কা একাই আরও বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন, নইলে শিক্কা দেবীর হ্যাটট্রিক আর ভারতের আরও বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত ছিল।

ভারত নিজেদের ঘরের মাঠে কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের মেয়েদের মুখোমুখি হবে গুড ফ্রাইডের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ৭ এপ্রিল। আশা করাই যায়, ঘরের মাঠেও ভারতের মেয়েরা তাদের এই দাপট বজায় রাখবে। তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তান ফিফা র‌্যাঙ্কিং-এর নিরিখে আরও দুর্বল দল। তাই প্যারিস অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে ইতিবাচক শুরু করার পর ভারতের মেয়েরা ফুটবল কোয়ালিফায়ার্সে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করতে পারবে এই আশা রাখাই যায়।

কেকেআর-এর ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার নীরজ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইডেনে বেঙ্গালুরুকে উড়িয়ে দিয়ে মরসুমের প্রথম জয় পেয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। জয়ের পিছনে ছিল বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারের নাম। আর এত তারকার মাঝে লুকিয়ে ছিলেন অচেনা সুয়াশ শর্মা!

কেকেআর-এর ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমেছিলেন এই লেগ স্পিনার। ম্যাচ শেষে দেখা গেল, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত সুয়াশকে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামিয়ে ভুল করেননি। বল হাতে সুয়াশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন সুয়াশ। আর তারপর থেকেই স্পষ্ট লাইটে চলে এসেছেন দিল্লির এই ক্রিকেটারটি। নেট পাড়ায় চর্চা শুরু হয়ে গেছে সুয়াশকে নিয়ে। যদিও ১৯ বছর বয়সি এই ক্রিকেটারকে নিয়ে তেমন কোনও তথ্য নেই নেট দুনিয়ায়। তাতে কী, নেটিজেনরা মজে রয়েছেন সুয়াশ জাদুতেই।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, অনেকেই সুয়াশের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়ার সঙ্গে। কিন্তু কীভাবে এই তুলনা টানা হচ্ছে? নীরজ যখন জাভলিন ধোঁ করেন তখন তাঁর মুখের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিল রয়েছে সুয়াশের! তিনি যখন বল করেন তাঁর মুখের অভিব্যক্তিও নীরাজের মতোই। আবার কেউ কেউ আবার সুয়াশের সঙ্গে নীরাজের মুখের মিলও খুঁজে পেয়েছেন। কেউ বলছেন, কেকেআর আইপিএলে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নীরজ চোপড়াকে খেলিয়েছে!



Please contact for solar water heater

Arup Dey
70443 05873 / 94339 86523

The Business Engineers India
Turnkey Business India Pvt. Ltd



Learn Spanish Online

Beginner & Intermediate Level Courses

1

Classes for Students, Working Professionals and Travel Enthusiasts

2

Small batches and individual care

3

Both weekend and weekday classes

4

Learn from the one of the best!

CALL: 9830478052





কুমার চক্রবর্তী

সারা বিশ্বে এবং প্রাকৃতিক ভারতে যে দিবস পালনের প্রথম সচিব ইতিহাস

রত্ন হযে আসছে

প্রকাশক : নিও র‍্যাডিক্যাল পাবলিকেশনস (মো - 9874175869)

APPLY FOR

PAN CARD (NEW / CORRECTION)
AADHAR CARD
(NEW / NAME CHANGE/ ADDRESS CHANGE / DOB CHANGE)
PASSPORT (NEW / RENEW)
AT YOUR DOORSTEP
Contact : 919007605877

এলিগেন্ট লেডিস টেলার্স

গড়িয়ায় দর্জির কাজের দক্ষতা ও মাধ্যমিক পাশ মহিলা চাই। সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা হবে।

যোগাযোগ
9830609643